R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

গণহত্যার প্রতিবাদ দিল্লিতে

গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার লক্ষ্যে ৫ মার্চ যন্তরমন্তরে অল ইন্ডিয়া ডিএসও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরনার আয়োজন করে। বক্তব্য রাখেন জেএনইউ-র অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চমন লাল, প্রখ্যাত কবি ও সমাজকর্মী গওহর রাজা, সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, জেএনইউ-র সেন্টার ফর দি স্টাডি অব ল অ্যান্ড গভর্ন্যান্স-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ ঘাজালা জামিল, এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রতাপ সামল, এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড অশোক মিশ্র এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি কমরেড ভি এন রাজাশেখর।

দিল্লিতে যে গণহত্যা বিজেপি-আরএসএস ঘটালো, তার তীব্র নিন্দা করে বক্তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরাস্ত করা এবং সিএএ-এনআরসি-এনপিআরের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

স্বাধীনতা সংগ্রামীও বিজেপির চোখে পাকিস্তানের দালাল

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্ণাটকের এইচ এস ডোরেস্বামীকে পাকিস্তানের দালাল বলে দেগে দিতে বাধল না বিজেপি বিধায়কের। ওই স্বাধীনতা সংগ্রামীর অপরাধ উনি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপি বিধায়ক বসনাগৌড়া পাটিল ইয়াতনাল ১০১ বছর বয়সী এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ভুয়ো স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেও কটাক্ষ করলেন। এটা শুধু বসনাগৌড়ার বিচ্ছিন্ন বক্তব্য নয়, তাঁকে সমর্থন জানান বেলারির বিজেপি বিধায়ক সোমশেখর রেড্ডি। এই নীচ এবং হীন মন্তব্যের প্রতিবাদে ৫ মার্চ বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ দেখায় ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস এবং সেভ এডুকেশন কমিটি। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রাখেন ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ, কৃষক নেতা চামরাসা পাতিল, এস ইউ সি আই (সি) বেঙ্গালুরু জেলা সম্পাদক কমরেড এম এন শ্রীরাম, কমরেডস মাভাল্লি শঙ্কর, শোভা এস, অজয় কামাথ, বিনয় সারথি, ডাঃ রাজাশেখর প্রমুখ।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেঙ্গালুরুতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে হওয়া নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন ডোরেস্বামী। বেঙ্গালুরুতে তিনি অনশনেও বসেছিলেন। ডোরেস্বামী তরুণ বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে তিনি তাঁর অবদান রাখেন। স্পষ্টবাদী মানুষ তিনি। বিজেপি, কংগ্রেস, জেডিএস সহ সকল সরকারের জনবিরোধী কাজের প্রতিবাদ তিনি বলিষ্ঠভাবে করেছেন। দাঁড়িয়েছেন সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে। এ হেন মানুষটিকে ভুয়ো স্বাধীনতা সংগ্রামী বললেন সেই দলের বিধায়ক, যে দলের পূর্বসূরিরা ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে গেছেন।

বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা

সাতের পাতার পর

চতুর্থ মামলাটিতে কর্ণাটকের ১৭ জন এমএলএ-র সদস্যপদ বাতিলের জন্য স্পিকারের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে জানিয়েও সর্বোচ্চ আদালত তাদের ভোটে লড়ার অনুমতি দেয়। তারপরেই তাদের ১২ জনই বিজেপির হয়ে উপনির্বাচনে জিতেও যান। অথচ কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডিএস কোয়ালিশন ভাঙতে যে টাকার খেলা হয়েছে তা আজ কারও অজানা নয়। বিজেপি এদের অনেক টাকার বিনিময়ে এবং মন্ত্রীত্বের প্রলোভন দিয়ে কিনেছিল বলে সমস্ত সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। এই কেনাবেচার পিছনে কাজ করেছে খনি মাফিয়াদের টাকার থলি। এই এমএলএরাও তা পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। কিন্তু অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য স্পিকার বর্তমান বিধানসভার পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত এই ১৭ এমএলএ-র সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়ায় বিজেপি এদের মন্ত্রী বানাতে পারেনি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাদের সে বাধা দূর হয়েছে। একদিকে সর্বোচ্চ আদালত স্পিকারের সিদ্ধান্ত এবং নৈতিকতাকে মান্যতা দিল, অন্যদিকে বিজেপি যা চাইছিল তাই হতে পারল একই রায়ে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৭ নভেম্বর ২০১৯)।

২৭ বছরেও বাবরি মসজিদ ভাঙার কোনও শাস্তি হল না

১৯৯২ সাল থেকে চলছে বাবরি মসজিদ ভাঙার মামলা। ৪০০ বছরের পুরনো একটি 'হেরিটেজ' স্থাপত্য ভাঙার শাস্তি ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যথেষ্ট কড়া। কিন্তু সে আইন প্রয়োগ করবে কে? বিজেপি সরকার তো করবেই না, হিন্দু ভোটব্যাঙ্কে ক্ষতির আশঙ্কায় কংগ্রেসও তা করেনি। এই মামলার অন্যতম আসামী লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলি মনোহর যোশী, উমা ভারতী, অটল বিহারি বাজপেয়ী, অশোক সিঙ্ঘল সহ আরও সব তাবড় সংঘপরিবার-বিজেপি নেতা। লিবেরহান কমিশন সুস্পষ্টভাবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে একটি পরিকল্পিত ঘটনা এবং এর ধ্বংসের জন্য এই নেতাদের দায়ী করা সত্ত্বেও নিম্ন আদালত সকলকেই বেকসুর খালাস করে দেয়। হাইকোর্টও এই রায় বজায় রাখে। সাধারণত কোনও একটি জমি নিয়ে ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলা চললে ফৌজদারি মামলার বিচার আগে হয়। কিন্তু ফৌজদারি বিচারের আগেই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জমির অধিকার পেয়ে গেল যারা, অভিযুক্ত তারাই। ফলে এই মামলার আর কোনও মানেই থাকল না। সুপ্রিম কোর্ট যদিও বলে দিয়েছে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। কিন্তু ২১ জন আসামীর ৮ জন এখন মৃত। আদবানির বয়স ৯২। অন্যদেরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ফলে এঁদের জীবৎকালে এই মামলার ফয়সলার আশা করছেন না কেউই।

সোহরাবুদ্দিন ভুয়ো সংঘর্ষ মামলা

২০০৫-'০৬ সালের গুজরাট পুলিশের হাতে ভুয়ো সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন শেখ সোহরাবুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী কওশর বাই এবং তুলসিরাম প্রজাপতি। ২০১৮ সালে সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি এস জে শর্মাকে বলতে হয়েছে, এর স্বপক্ষে প্রায় কোনও প্রমাণই তদন্তকারীরা পেশ করেনি। সব বুঝেও অপরাধীদের শাস্তি দিতে না পারার যন্ত্রণায় বিচারককে বলতে হয়েছিল, 'সোহরাবুদ্দিন শেখ এবং তুলসিরাম প্রজাপতির পরিবার, বিশেষত তার মা নর্মদাবাইয়ের জন্য আমি গভীর দুঃখ অনুভব করছি' (দ্য ওয়্যার ২৯.১২.১৮)। অথচ সিবিআই তাদের চার্জশিটে এই হত্যাকাণ্ডকে ভুয়ো সংঘর্ষে খুন বলেই স্বীকার করেছে। এমনকি গুজরাট পুলিশের প্রায় দশজন অফিসার এবং সেই সময় বিজেপির রাজ্য সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী জেলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু চিত্রটা বদলে যায় ২০১৪ সালের মে মাসে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পর।

২০ জুন ২০১৪ ছিল বিজেপির ক্ষমতা-কেন্দ্রের দ্বিতীয় ব্যক্তিটির আদালতে সশরীরে হাজিরার দিন। কিন্তু তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই হাজিরা দেননি। বিচারপতি উটপট এতে উষ্মা প্রকাশ করে ২৬ জুন তাঁকে হাজিরা দিতেই হবে বলে কড়া নির্দেশ দেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে ২৫ জুন বিচারপতি উটপটকে পুনায় বদলি করে দেওয়া হয়। অথচ ২০১২ সালে সর্বোচ্চ আদালত এই মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই বিচারককে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। পরবর্তী বিচারক বিএইচ লোয়া দায়িত্ব নিয়েই এই মামলায় আগের বিচারকের মতোই কড়া অবস্থান নিয়ে বিজেপির সেই প্রভাবশালী নেতাকে হাজিরা দিতেই হবে বলে নির্দেশ দেন। ১৫ ডিসেম্বর সেই হাজিরার দিন ঠিক হয়। কিন্তু ১ ডিসেম্বর বিচারপতি লোয়ার আকস্মিক এবং রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। তাঁর পরিবার এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয় বলে দাবি করে। বিচারপতি লোয়ার বোন অভিযোগ করেন, বোম্বে হাইকোর্টের এক বিচারপতির মাধ্যমে বিচারপতি লোয়াকে এই মামলা মিটিয়ে নিতে ১০০ কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর সাতদিন আগে বিচারপতি লোয়া পরিবারের সদস্যদের কাছে এই ঘটনাটি বলে তাঁর জীবনের আশঙ্কা আছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বাবাও একই অভিযোগ তুলছিলেন (ক্যারাভান পত্রিকা, ২১.১১.২০১৭)। এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত হয়নি। বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুর ঘটনায় কোনও অস্বাভাবিকতা নেই বলে রায় দিয়েছিলেন যে বিচারপতি, তাঁকে অতি দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে প্রোমোশন দিতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয় (এনডি টিভি ২৭.১০.২০১৭ এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১০.০৫.২০১৯)। বিচারপতি লোয়ার জায়গায় যাঁকে বসানো হয়, সেই বিচারপতি গোসাভি বিজেপির সেই প্রভাবশালী মন্ত্রী সহ সমস্ত অভিযুক্তকে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়ে দেন। চার্জশিট হয়ে যাওয়ার পরেও কোনও প্রমাণ দাখিল এবং শুনানি ছাড়াই একতরফা ভাবে সবার মুক্তি মিলে যায় (দ্য স্ক্রোল, ২৯.১২.২০১৮)। পরবর্তী বিচারক এস জে শর্মার সামনে এই মামলার ইতি টানা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। যা দেখে এই মামলার তদন্তকারী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ভিএল সোলাঙ্কি বলেছিলেন, 'ভারতে কোনও বিচার নেই'(দ্য ক্যারাভ্যান ম্যাগাজিন, ২১.০৯.২০১৮)। (চলবে)

মোটরভ্যান চালকদের আন্দোলনের জয়

হুগলি জেলায় ৩০ হাজারের বেশি গরিব মানুষ বাঁচার তাগিদে মোটর ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্প্রতি চন্দননগর পৌরনিগমের পুরকমিশনার নোটিশ জারি করেন— চন্দননগর এলাকায় মোটরভ্যান নিষিদ্ধ। ফলে শুরু হয় মোটরভ্যান ধরপাকড় এবং গাড়িচালকদের থেকে লিখিয়ে নেওয়া, তাঁরা মোটরভ্যান চালাবেন না। এর প্রতিবাদে ২৮ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চন্দননগর পৌরনিগমে ও থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাঁচশোরও বেশি মোটরভ্যান চালক শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এসিপি চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উপস্থিতিতে থানার আই সি-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে আটক গাড়িগুলি ছেড়ে দেওয়া হয় এবং মোটরভ্যান চালকরা তাঁদের অধিকার ফিরে পান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com